পলিসি ব্রিফ
৮৪/ ২০১৯
জুন ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ উত্তরণে টিআইবি'র সুপারিশ

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা, মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সকল মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য 'কাউকে পিছিয়ে না রাখা'। কিন্তু, বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় জাতিস্বত্ত্বা, বর্ণভিত্তিক পরিচয় ও প্রান্তিক অবস্থানের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী নানাভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে 'বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে অধিকার ও সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর বৈষম্য ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। আদিবাসী ও দলিতদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ রয়েছে। তবে, এসব জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। এরই প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য টিআইবি প্রস্তাব করছে:

১. জাতিস্বত্ত্বা এবং পরিচয়ের স্বীকৃতি

সংবিধানে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বতন্ত্র জাতিস্বত্ত্বা এবং দলিতদের পরিচয়ের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতির ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে, জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সনদসমূহের আলোকে এ জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকার পূরণেও ঘাটতি বিদ্যমান। আবার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এ আদিবাসীদের 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিপন্থী। এছাড়া পৃথক জাতিস্বত্ত্বা ও পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের শিকার হলে তার প্রতিকারে সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো নেই।

করণীয়

১. আদিবাসীদের পৃথক পৃথক আদিবাসী জাতিস্বত্ত্বা এবং দলিতদের পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে আদিবাসীদের অধিকার পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. দেশের সকল আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীসমূহকে চিহ্নিত করার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান এবং জনগোষ্ঠীভেদে তাদের জনসংখ্যা পরিমাপ করতে হবে।

৩. আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখভালের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিশেষায়িত বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ তৈরি করতে হবে।

৪. খসড়া বৈষম্য বিলোপ আইন চূড়ান্ত করে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে; এর পাশাপাশি আদিবাসী ও দলিত অধিকার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, জাতীয় সংসদ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অধিকার

দলিত পরিবারের শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টি জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০-এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। আবার আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পড়াশোনার সুযোগ কার্যকরভাবে তৈরি হয়নি। এছাড়া বিদ্যালয়ে আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের প্রতি 'অস্পৃশ্যতা'র চর্চা বিদ্যমান। অন্যদিকে, আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। আবার আদিবাসী ও দলিত শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে তদারকির ঘাটতিও বিদ্যমান।

করণীয়

১. অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রসমূহ যেমন- মাতৃভাষায় পাঠদান, নিজ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ইত্যাদি চিহ্নিত করে জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০-কে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে।

২. আদিবাসী এবং দলিত শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে; এছাড়া তাদের ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩. শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৪. আদিবাসী এবং দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত তথ্যের প্রচার এবং উপকারভোগী নির্বাচন ও ভাতা প্রদানে অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. পৃথক পরিবীক্ষণ ইউনিট গঠন করে কার্যকর তদারকির মাধ্যমে দুর্গম অঞ্চলের আদিবাসী ও দলিতদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর

৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১-এ দলিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। আবার দলিত ও আদিবাসী গর্ভবতী নারী ও শিশুদের টিকা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং এসব কাজের তদারকিতে ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে, হাসপাতালে পরিচয়ের কারণে কটূক্তি, দুর্ব্যবহার ও নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়। এছাড়া দলিত ও আদিবাসী প্রসূতিদের স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ ও প্রসবকালীন সেবা প্রদানে দুর্নীতি বিদ্যমান।

করণীয়

১. সেবা প্রদানে অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করার উপায় চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে বিদ্যমান জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১ আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে।

২. আদিবাসী ও দলিত মা ও শিশুদের টিকা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করতে তাদের এলাকায় নিয়মিত ক্যাম্প স্থাপন ও এসব কাজের নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

৩. স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৪. প্রসূতি কার্ড ও মাতৃত্বকালীন ভাতার ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচন ও ভাতা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. দুর্গম অঞ্চলের আদিবাসী ও দলিতদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পৃথক পরিবীক্ষণ ইউনিট গঠন করে কার্যকর তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫-এ সমতলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী ব্যতীত অন্যান্য ভূমিহীন দলিতদের আবাসন সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্যদিকে, যোগ্য হলেও দরিদ্র আদিবাসী ও দলিতদের একটি বড় অংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাইরে রয়েছে। এছাড়া উপকারভোগী নির্বাচন ও বরাদ্দ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান। আবার বরাদ্দ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ, প্রচার এবং উপকারভোগী নির্বাচনে আদিবাসী ও দলিতদের সম্পৃক্তকরণে ঘাটতি রয়েছে।

করণীয়

১. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫ সংস্কার করে সমতলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং ভূমিহীন দলিতদের আবাসন সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২. আদিবাসী ও দলিতদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি উপকারভোগী নির্বাচন ও ভাতা প্রদান প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।
৩. আদিবাসী ও দলিতদের ধর্মীয় উৎসবের সময় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম থেকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।
৪. দুর্গম অঞ্চলের দরিদ্র আদিবাসী ও দলিতদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পৃথক পরিবীক্ষণ ইউনিট গঠন করে কার্যকর তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ও ভোটদান থেকে বিরত থাকতে আদিবাসী ও দলিতদের বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। আবার সালিশের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক মূলধারার ক্ষমতাধরদের পক্ষাবলম্বন এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। এছাড়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সহায়তা প্রদানে অবহেলা ও বৈষম্যের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আবার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবায় স্বচ্ছতার ঘাটতি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ বিদ্যমান। এছাড়া পরিচয়ের কারণে তাদেরকে বিদ্রুপাত্মক আচরণ, হয়রানি ও সময়ক্ষেপণের শিকার হতে হয়।

করণীয়

১. স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আদিবাসী ও দলিতদের প্রার্থী হওয়া এবং তাদের ভোটাধিকার পূরণে নির্বাচনকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে আদিবাসী ও দলিতদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
৩. আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত পাড়াসমূহের উন্নয়নে তাদের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

স্থানীয় সরকার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

৬. ভূমির অধিকার ও সেবা

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১-এ আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমির মালিকানা ও ব্যবহারের স্বীকৃতি বিষয়ক কোনো নির্দেশনা নেই। অন্যদিকে, বনভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নামে বসবাস ও জীবিকার অধিকার খর্ব করার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান এবং প্রতিবাদ করলে হত্যা, ঘরবাড়ি পোড়ানো, মিথ্যা মামলাসহ নানাভাবে হয়রানি করা হয়। এছাড়া সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২)-এর দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে জলমহাল ইজারা প্রদানে আদিবাসী ও দলিত মৎস্যজীবিদের বঞ্চিত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যদিকে, ভূমি অফিসে খাস জমির জন্য আবেদন করলে অনেকাংশে তা অগ্রাহ্য করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসীদের জমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যদের নামে রেকর্ড করা, দখলে সহায়তা করা এবং সংশোধনের নামে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়।

করণীয়

১. বিদ্যমান জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১ এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ সংস্কার করে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে।
২. আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমির মালিকানা ও ব্যবহারের আইনি স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
৩. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং তাদের জমির মালিকানা সমস্যার কার্যকর নিষ্পত্তি করতে হবে।
৪. খাসজমি, জলমহাল, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে আদিবাসী ও দলিতদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়

৭. অন্যান্য সেবা

অনগ্রসরতম গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম হলেও চাকুরি প্রাপ্তিতে দলিতদের জন্য কোটা সুবিধা নেই। আবার পরিচয়ের কারণে এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে না পারায় চাকুরি না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, চাকুরি প্রাপ্তিতে আদিবাসী কোটার সুফল না পাওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে নিয়ম ভঙ্গ করে মূলধারা থেকে ২০%-এর অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। আবার পরিচয়ের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য মূলধারার গ্রাহকদের তুলনায় বেশি পরিমাণে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সংযোগ পেতে হয়রানির শিকার হতে হয়। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মামলা গ্রহণ না করা এবং ধর্মীয় উৎসবে পুলিশি নিরাপত্তা না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

করণীয়

১. সরকারি চাকুরিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য আদিবাসীদের পাশাপাশি সকল দলিতদের জন্যও কোটা সুবিধার বিধান করতে হবে - প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরিতে 'উপজাতি' কোটা পুনর্বহাল এবং বিদ্যমান কোটাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

২. আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. আদিবাসী ও দলিতদের নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মানবাধিকার কমিশনসহ গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. আদিবাসী ও দলিত নারী নির্যাতন, জমি দখলসহ মানবাধিকার হরণের বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে করতে হবে - মানবাধিকার কমিশনে আদিবাসী ও দলিত সেল গঠন করতে হবে।

৫. সংসদে আদিবাসী ও দলিতদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংরক্ষিত আসন প্রবর্তন করতে হবে।

৬. আদিবাসী ও দলিতদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ এবং বাজারে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মানবাধিকার কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক, গণমাধ্যম, এনজিও

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh